সেফগার্ডিং

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন

প্রধান কার্যালয়

বাড়ি # এফ১০(পি), রোড # ১৩, ব্লক # বি

চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম-৪২১২, বাংলাদেশ।

ফোন : +৮৮-০২৩৩৪৪৭১৬৯০, +৮৮-০২৩৩৪৪৭০২৫৭

info@ypsa.org www.ypsa.org Facebook.com/YPSAbd

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন

সেফগার্ডিং পকেটবুক

ইপসা সেফগার্ডিং টিম

শিশু সুরক্ষা

প্রাপ্তবয়স্ক উপকারভোগীদের সুরক্ষা

সংস্থার কর্মীদের সুরক্ষা

ইপসা সেফগার্ডিং টিম

প্রধান নির্বাহীর বার্তা

ভূমিকা

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) একটি বেসরকারি অলাভজনক অরাজনৈতিক নিবন্ধিত সংগঠন। ইপসা এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ইপসা স্থানীয় জনগোষ্ঠির চাহিদা ভিত্তিক এবং সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। স্বাভাবিকভাবে এই কার্যক্রমের সাথে অনেক শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ইপসা'র সংস্পর্শে আসে। সংস্পর্শে আসা এইসব শিশু, প্রাপ্তবয়স্কদের ও সংস্থার কর্মীদের নিরাপদ, হয়রানি মুক্ত ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ইপসা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতি অর্জনের জন্য ইপসা সেফগার্ডিং পলিসি তৈরি ও বাস্তবায়ন করছে। এই সেফগার্ডিং পকেটবুকটি সেফগার্ডিং পলিসি থেকে সংগৃহীত ও বর্ণিত। পকেটবুকটি উপস্থাপন করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। অনুগ্রহ করে সুরক্ষার দায়িত্বসমূহ নিজেকে এবং অন্যদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে এই বইটি ব্যবহার করুন। সংগঠনের সংস্পর্শে আসা শিশু, প্রাপ্তবয়স্কদের ও কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমার, আপনার ও আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মো : আরিফুর রহমান
প্রধান নির্বাহী, ইপসা

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)
স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৩

সম্পাদনা
ড. শামসুন্নাহার চৌধুরী (লোপা)
সদস্য, ইপসা সাধারণ পরিষদ
নাছিম বানু
পরিচালক, সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ ও জেন্ডার ফোকাল, ইপসা
গাজী মোঃ মাইনুদ্দিন
সহকারি পরিচালক, এইচআরএমএন্ডডি, ইপসা
মোঃ আবদুস সবুর
সেফগার্ডিং ফোকাল, ইপসা

সেফগার্ডিং পকেটবুক
ইপসা
www.ypsa.org

ইপসা'র ভিশন, মিশন এবং মূল্যবোধসমূহ

ভিশন

এমন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

মিশন

ইপসা'র অস্তিত্ব দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে অংশগ্রহণ করা।

মূল্যবোধসমূহ

- দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় গৌরবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা;
- ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা;
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং জেন্ডার বান্ধব মনোভাব সম্পন্নতা;
- মানসম্পন্নতা এবং উৎকর্ষতা;
- বিনম্রতা এবং আত্মবিশ্বাস;
- বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ;
- পরিবেশ এবং প্রাণী জগতের প্রতি সহমর্মিতা।

সূচিপত্র

- ইপসা'র কর্মী/সদস্য'র আচরণবিধি ০৬-০৭
- ইপসা সেফগার্ডিং কাঠামো ০৮-০৮
- শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ০৯-১০
- প্রাপ্ত বয়স্কদের সুরক্ষা (পিএসইএ) নীতিমালা ১১-১২
- হয়রানি-বিরোধী নীতিমালা ১৩-১৫
- অনিরাপদ কার্যক্রম ১৬-১৬
- প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তিমূলক সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা ১৭-১৭
- হুইসেলব্লোয়িং নীতিমালা ১৮-১৮
- সেফগার্ডিং রিপোর্টিং পদ্ধতি ১৯-২০

১ ইপসার কর্মীর/ সদস্য'র আচরণবিধি

করনীয়

- অন্যের সঙ্গে কথা বলা বা কাজ করার সময় তার প্রতি বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল থাকব;
- অন্যের সমস্যা ও কষ্ট বোঝার চেষ্টা করব এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করব;
- সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ করব;
- কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত শিশু, নারী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের সুরক্ষায় সজাগ থাকব;
- সংস্থার শিশু সুরক্ষা নীতিমালা, প্রাপ্ত বয়স্কদের সুরক্ষা নীতিমালা (পিএসইএ), হয়রানি-বিরোধী নীতিমালা সর্বাবস্থায় মেনে চলব;
- সংস্থার সুরক্ষা কাঠামোর নীতিমালা গুলোর লঙ্ঘন ঘটলে বা ঘটতে দেখলে দ্রুত রিপোর্ট করব;
- অ-আপোষযোগ্য অপরাধ (ধর্ষণ, খুন, হয়রানি ইত্যাদি) ঘটতে দেখলে বা জানতে পারলে তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে রিপোর্ট করব;
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ এর প্রতিবন্ধুত্ব সুলভ আচরণ;
- অন্যের সৃষ্টিশীলতা বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করব;
- সহিংসতার ঘটনায় ভুক্তভোগীকে সহায়তা করব এবং ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের পাশে থাকব।

বর্জনীয়

- আচরণ, ব্যবহার বা কথা বার্তার মাধ্যমে কাউকে হেয় বা অপমান করব না;
- কারও ক্ষতি করব না বা কাউকে মানসিকভাবে আঘাত করব না;
- কাউকে নিয়ন্ত্রণ, চাপ সৃষ্টি বা হুমকি প্রদান করব না;
- কাউকে অপদস্ত বা বুলিং (কটু মন্তব্য) করব না;
- সুযোগের অপব্যবহার করে বা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কাউকে যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও শোষণ করবনা এবং কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করব না;
- আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত হব না;
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ এর ক্ষতি হয় এমন কোনো আচরণ বা কর্মকান্ডে অংশ নেব না;
- অন্যের সৃষ্টিশীলতা বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অ-অনুমোদিত ব্যবহার থেকে বিরত থাকব;
- শিশু, নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের ক্ষতি বা অবহেলা করব না;
- নিপীড়নের ঘটনা ঘটতে দেখলে বা জানতে পারলে তা এড়িয়ে যাবো না বা গোপন করব না;
- সংস্থার শিশু সুরক্ষা নীতিমালা, প্রাপ্ত বয়স্কদের সুরক্ষা নীতিমালা (পিএসইএ), হয়রানি-বিরোধী নীতিমালা লঙ্ঘন করব না;

অঙ্গিকার নামা

আমি ---------- ইপসা'র সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকা অবস্থায় এই আচরণবিধি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলব। এই আচরণবিধি আমার দ্বারা লঙ্ঘন হলে তার পরিণতির জন্য আমি সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

স্বাক্ষর ও তারিখ

ইপসা সেফগার্ডিং কাঠামো

শিশু	প্রাপ্তবয়স্ক উপকারভোগী	সংস্থার কর্মী
শিশু সুরক্ষা নীতিমালা	যৌন শোষণ ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা নীতিমালা	হয়রানি বিরোধী নীতিমালা
◆ ১৮ বছরের নিচে সকলেই শিশু; ◆ ইপসা'র কোনো কর্মী, পার্টনার বা ইপসার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা শিশু নির্যাতন সংঘটিত হলে। ◆ শিশুরাও যৌন শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয় আর এমনটি ঘটলে তা শিশু সুরক্ষার বিষয় বলে বিবেচিত হবে।	◆ ১৮ বছরের উর্দ্ধে সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক; ◆ ইপসা'র কোনো কর্মী, পার্টনার বা ইপসার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক কেউ যৌন শোষন, হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হলে;	◆ ইপসা তার কর্মীদের কোন ধরনের হয়রানি বা বৈষম্যমূলক আচরণ সহ্য করবে না।

ইপসা সুরক্ষা কাঠামোটি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, শিশু সুরক্ষা নীতিমালা, পিএসইএ নীতিমালা, হয়রানি বিরোধী নীতিমালা ও ইপসা'র অন্যন্যা নীতিমালার সাথে সমন্বিত।

প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭দিন এবং বছরে ৩৬৫ দিন আমাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-ইপসা'র সদস্য, কর্মী, প্রতিনিধি, পার্টনার, ইন্টার্ন, ভলান্টিয়ার, পরামর্শক, ভিজিটর ও ঠিকাদার/সরবরাহকারী।

৩ শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

ইপসা শিশু সুরক্ষা বলতে এ সংস্থাকে শিশুদের জন্য নিরাপদ তা নিশ্চিত করাকে বুঝায়। ১৮ বছরের নিচে যে কাউকেই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ইপসার সংস্পর্শে আসা সকল শিশু এই নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত। শিশুকে সকল ধরনের নির্যাতন, ক্ষতি ও হয়রানি থেকে সুরক্ষা ইপসরা'র এই নীতিমালার প্রধান উদ্দেশ্য।

শিশুর প্রতি কখনোই না

১. শিশুকে আঘাত, মারধর বা শারীরিক নির্যাতন করা;

২. শিশুর সঙ্গে শারীরিক/যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা;

৩. শিশুর সাথে এমন কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যা শোষণ বা নির্যাতনমূলক বলে মনে হতে পারে;

৪. শিশুকে নির্যাতনের ঝুঁকির মধ্যে ফেলা বা নির্যাতনমূলক কোন কাজ করা;

৫. কোন অবস্থাতেই বাসা/কর্মস্থলে খন্ডকালীন বা পূর্ণকালীন সময়ের জন্য শিশু শ্রম নিষিদ্ধ;

৬. এমন ভাষা ব্যবহার করা, প্রস্তাব বা উপদেশ দেওয়া যা অসঙ্গত, আক্রমনাত্মক বা নির্যাতনমূলক;

৭. এমন শারীরিক ভঙ্গী বা আচরণ করা যা যৌনতা উদ্রেক করে;

৮. কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিশুকে বিনা তত্ত্বাবধানে নিজ বাড়িতে রাত্রে রাখা বা একই বিছানায় ঘুমানো;

৯. অন্যদের থেকে আলাদা করে শিশুর সঙ্গে একা দীর্ঘ সময় কাটানো;

১০. শিশুকে পর্ণোগ্রাফি বা যৌন উত্তেজক কোন ছবি, ভিডিও বা কার্টুন দেখানো বা গল্প শোনানো;

১১. শিশুর একান্ত ব্যক্তিগত কাজ যা সে নিজে করতে পারে তা করে দেওয়া;

১২. শিশুকে লজ্জা দেওয়া, অপমান করা, ছোট করে দেখা বা হেয় করার উদ্দেশ্য বা তার অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোন কাজ করা;

১৩. বৈষম্য মূলক আচরণ বা অন্যদের উপেক্ষা করে কোন একটি শিশুর প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া।

উপরোক্ত তালিকাটি সম্পুর্ণ কিংবা চুড়ান্ত নয়

৪ প্রাপ্তবয়স্কদের সুরক্ষা (পিএসইএ) নীতিমালা

এই নীতিমালা বিশেষত প্রাপ্তবয়স্কদের (১৮ বছরের বেশি বয়সী) যৌন শোষণ এবং নির্যাতন থেকে সুরক্ষা সম্পর্কিত নীতিমালা। এটি আমাদের সকল প্রোগ্রামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগী এবং বৃহত্তর কম্যুনিটিতে যেখানে আমরা কাজ করি সেখানকার পরিণত মানুষ বা আমাদের কার্যক্রমের সংস্পর্শে আসা প্রাপ্ত বয়স্কদের অন্তর্ভূক্ত করে।

যৌন শোষণ ও নির্যাতন

যৌন শোষণ

অন্যের অসহায়ত্ব, ক্ষমতা বৈষম্য, নির্ভরশীলতা বা বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে তার কাছ থেকে যেকোনো ধরনের যৌন উদ্দেশ্য সাধন কিংবা এমনতর কোনো প্রচেষ্টাকে যৌন শোষণ বলা যেতে পারে।

যৌন নির্যাতন

যৌন নির্যাতন বলতে যৌন আচরণকে বোঝানো হয় যেখানে জোরপূর্বক অথবা অসম ক্ষমতার কারণে অথবা বাধ্যতামূলক পরিবেশে কাউকে শারীরিকভাবে হেনস্থা কিংবা নিপীড়ন করা হয়।

প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭দিন এবং বছরে ৩৬৫ দিন আমাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-ইপসা'র সদস্য, কর্মী, প্রতিনিধি, পার্টনার, ইন্টার্ন, ভলান্টিয়ার, পরামর্শক, ভিজিটর ও ঠিকাদার/সরবরাহকারী।

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি কখনোই না

- ইপসা'র সাথে সম্পর্কিত ব্যাক্তিকে শারীরিকভাবে আঘাত, মারধর বা নির্যাতন করা;
- অবৈধ ও অনৈতিকভাবে কোন প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা চেষ্টা করা;
- আমরা যে জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করি তাদের সদস্যদের সাথে, কর্মক্ষেত্রে অথবা গৃহকর্মীদের সাথে যৌন নিপীড়নমূলক বা শোষণমূলক কোনো সম্পর্কে জড়িত হওয়া;
- এমন ভাষা বা শারীরিক ভঙ্গি ব্যবহার করা, প্রস্তাব বা নির্দেশনা দেয়া যা অসঙ্গত, আক্রমনাত্মক, নির্যাতনমূলক বা যৌনতা উদ্রেক করে:
- পর্ণোগ্রাফি বা যৌন উত্তেজক কোন ছবি, বার্তা, ভিডিও বা কার্টুন দেখানো, গল্প শোনানো বা বিনিময় করা:
- কাউকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লজ্জা দেওয়া, অপমান করা, ছোট করে দেখা বা হেয় করার উদ্দেশ্য বা তার অনুভুতিতে আঘাত করে এমন কোন কাজ করা;
- এমন কোন আচরণ যা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য অগ্রহণযোগ্য, আপত্তিকর, অনিরাপদ, অবজ্ঞাপূর্ণ এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও সংস্কৃতিগতভাবে অনুপযুক্ত।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সাইবার বুলিং, মোবাইল ফোন, চিঠি বা যে কোনা মাধ্যমে কারও আপত্তিকর বা ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি, ভিডিও, বার্তা, গোপনীয় তথ্য, ফোনালাপ প্রকাশ বা বিনিময় করা যা তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে।
- অনুমতি ছাড়া সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির তথ্য, ছবি, অডিও, ভিডিও ও প্রকৃত নাম ব্যবহার করা যা তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

উপরোক্ত তালিকাটি সম্পুর্ণ কিংবা চুড়ান্ত নয়

৫ হয়রানি-বিরোধী নীতিমালা

ইপসা'য় যারা কাজ করেন (কর্মী ও সদস্য) তাদের সকলের জন্য একটি নিরাপদ ও সাম্যের কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা এই নীতিমালার উদ্দেশ্য। কর্মক্ষেত্রে কাউকে ভয়ভীতি দেখানো, হুমকি প্রদর্শন, প্রহার, যৌন হয়রানি, অবিচার, অপমান, অসদাচরণ এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক বা অনুপযুক্ত আচরণসমূহকে এই নীতিমালায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যৌন হয়রানি (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী)

ক. অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ যেমন: শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা;

খ. প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;

গ. যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;

ঘ. যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;

ঙ. পর্ণোগ্রাফি দেখানো;

চ. যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি;

ছ. অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা;

জ. চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেনীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা;

ঝ. ব্লাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা;

ঞ. যৌন হয়রানির কারনে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা;

ট. প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;

ঠ. ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারনার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনে চেষ্টা করা।

ভয়ভীতি দেখানো

প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো কাজ বা উদ্যোগ নিতে বাধ্য করা যা তিনি জানেন যে অনুপযুক্ত, অবৈধ বা সরাসরি ইপসা'র সুরক্ষা নীতিমালা'র সাথে সাংঘর্ষিক।

হুমকি প্রদর্শন

কোন আপত্তিজনক, অসদাচরণ, অবমাননাকর, ব্যক্তিগত দোষত্রুটি নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা, বিদ্বেষপূর্ণ বা অপমানজনক আচরণ যা ভুক্তভোগীর মন খারাপ করে দেয়, তার কাছে হুমকি বলে মনে হয়, অপমানিত বা অসহায় বোধ তৈরি করে।

সহকর্মীদের প্রতি কখনোই না

যৌন হয়রানি সম্পর্কিত

- ইপসা'র কর্মী/সদস্য কর্তৃক অন্য কাউকে/সহকর্মীকে যৌন হয়রানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (যৌন হয়রানি সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ইপসা মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নীতিমালা অনুসরন করে);
- ১৮ বছরের নিচে কারো সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত না হওয়া;
- অবৈধ ও অনৈতিকভাবে কোন সহকর্মীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা চেষ্টা করা;
- অর্থ, কর্মসংস্থান বা সেবার বিনিময়ে যৌন সুযোগ না নেয়া;

বৈষম্যমূলক এবং অসম্মানজনক আচরণের সাথে সম্পর্কিত

- লিঙ্গ, প্রতিবন্ধীতা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, এইচআইভি স্ট্যাটাস এবং পরিচয়ের অন্যান্য দিক নির্বিশেষে মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হওয়া;
- নিরপেক্ষভাবে, সততার সাথে ও কুশলী হয়ে কর্ম সম্পাদন না করা এবং সকলের সাথে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সহিত আচরণ না করা;
- যেকোনো ধরনের বৈষম্য, হয়রানি অথবা নির্যাতন, ভীতি প্রদর্শন বা শোষণ, বা অন্য কোনো উপায়ে অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করে এমন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ না করা;
- কাজের সর্বোচ্চ মান ধরে রাখা, নিজ কৃতকর্মের দায়ভার গ্রহণ করা এবং ইপসা'র প্রতিনিধি হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অপব্যবহার না করা;
- এমন কোনো আচরণ না করা যাতে ইপসা'র সুনাম ক্ষুন্ন হয়।

৬ অনিরাপদ কার্যক্রম

অনিরাপদ কার্যক্রম আমাদের আরেকটি উদ্বেগের বিষয়। কোনো কর্মসূচি, কার্যক্রম বা উদ্যোগ যেটা শিশুদের/প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নিরাপদ নয় অথবা ব্যক্তির নিরাপত্তা ও কল্যাণকে তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘমেয়াদে অগ্রাধিকার দেয় না, সেটাই অনিরাপদ কার্যক্রম।

উদাহরণ

- শিশুদেরকে/প্রাপ্তবয়স্কদেরকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বা খাবার বিতরণ;
- দুর্বল নির্মাণ কাঠামো, যা খারাপ আবহাওয়ায় ভেঙ্গে/ধ্বসে পড়তে পারে এবং শিশুরা/প্রাপ্তবয়স্করা আহত বা মারা যেতে পারে;
- খনন কাজের চারপাশে বেড়া না দেয়া, যার ফলে কোন ব্যক্তি গর্তে পড়ে আহত হতে পারে, এমন কি মারা যেতে পারে;
- সংস্থার কার্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/লার্নিং সেন্টারের সামনে খোলা ড্রেন বা অনিরাপদ জলাশয়/পুকুর থাকা। যেখানে কোন ব্যক্তি বা শিশু পড়ে আহত হতে পারে, এমনকি মারাও যেতে পারে;
- শিশুকে দিয়ে সংস্থা কর্তৃক বিতরণের উপকরণ ও সামগ্রী বহন করানো।
- সেফ হোমে কিশোরীদের কক্ষ গুলোর বিশেষ সুরক্ষা নিশ্চিত না করে কিশোর এবং কিশোরীদেরকে একই ভবনে রাখা, যেখানে কিশোরীদের ঘরে কিশোরদের অবাধে প্রবেশের সুযোগ আছে।
- অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় নির্মাণ করা টয়লেট ও বাথরুম যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি তৈরি করে।

৭ প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা

ইপসা সকলের সমঅধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, অনগ্রসর ও সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষায় বিশ্বাস করে ইপসা। এসব ব্যক্তিরা যে সকল ঝুঁকিসমূহের মুখোমুখি হয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষায় সেগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া, নিরসন করা এবং তাদের সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগসমূহ রিপোর্ট করতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য। ইপসা'র সংস্পর্শে আসা সকল কর্মী, সদস্য, শিক্ষানবিশ, স্বেচ্ছাসেবক, অংশীদার, দাতা, পরামর্শদাতা, বিক্রেতা, স্টেক হোল্ডার সবার দায়িত্ব এসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষায় কাজ করা। এটি আমাদের পেশাগত অন্যতম বৈশিষ্ট ও প্রতিশ্রুতি।

আমাদের করনীয়

- প্রতিবন্ধীকতার ধরন অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় কাজ করা;
- প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিরা অগ্রাধিকারপ্রাপ্তি;
- ব্যক্তির উপযোগী কর্ম-পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্তি;
- সব ধরনের নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের-সুবিধাপ্রাপ্তি;
- কর্মস্থলের পরিবেশ এর যোগাযোগ মাধ্যম যথা সম্ভব অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রবেশগম্য করা;
- কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার হলে কর্মীর/সদস্য'র যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৮ হুইসেলব্লোয়িং নীতিমালা

হুইসেল ব্লোয়িং নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হল সংস্থার ভেতরে অনিয়মের, অসদাচারণ ও দুর্নীতির খবর যথাযথ মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া, যার ফলে সংস্থা সর্তক হতে পারে ও আগাম প্রস্তুতি নিতে পারে। ইপসা'র সংস্পর্শে আসা সকলকর্মী, সদস্য, শিক্ষানবিশ, স্বেচ্ছাসেবক, অংশীদার, দাতা, পরামর্শদাতা, বিক্রেতা, স্টেকহোল্ডার সবার দায়িত্ব এই নীতিমালাকে সমর্থন করা।

আমাদের করনীয়

- সংস্থার ভেতরে নিয়মনীতিমালা পরিপন্থি বা অনিয়মের খবর পেলে দ্রুত সুপার ভাইজার, ম্যানেজার, সেফগার্ডিং ফোকাল/ পিএসইএ ফোকাল/ এইচআরের কাছে রিপোর্ট করব;
- যথাসময়ে রিপোর্টিং করার মাধ্যমে কোনো গুরুতর ত্রুটি বা ঘটনার সংঘটন রোধে ম্যানেজমেন্টকে সহযোগিতা করব;
- ইপসা'র নিয়মনীতিমালা পরিপন্থি বা অনিয়মের খবর পেলে যথাযথ মাধ্যম যেমন: হটলাইন নাম্বারে ফোন করা বা নির্দিষ্ট মেইল আইডি'তে মেইল করা বা সংস্থায় স্থাপিত অভিযোগ বক্সে- অভিযোগ লিখিত আকারে জমা দেওয়া;
- তদন্তের প্রয়োজনে তথ্য ও স্বাক্ষ্য দিয়ে তদন্তকারী দলকে সহযোগিতা করব ও বিষয় গুলো গোপন রাখবো।
- ঘটনাটি নিজে নিজে তদন্ত না করা বা সমাধানের চেষ্টা না করা;
- তদন্তের ফলাফল নিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু বলব না।

হুইসেলব্লোয়ারের সুরক্ষা

হুইসেলব্লোয়ারের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা সংস্থার নৈতিক দায়িত্ব। হুইসেলব্লোয়ারের পরিচয় গোপন রেখে তদন্ত করা হয়। হুইসেলব্লোয়ারের অভিযোগ মিথ্যা বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রমাণিত হলে, সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৯ সেফগার্ডিং রিপোর্টিং পদ্ধতি

কী রিপোর্ট করতে হবে

আপনি যদি নির্যাতনের কোনো অভিযোগ পান	আপনি যদি কোনো নির্যাতন হয়েছে সন্দেহ করেন	আপনি যদি নির্যাতনের কোনো ঘটনা ঘটতে দেখেন

- সাথে সাথে যথাযথ মাধ্যমে সংস্থায় রিপোর্ট করুন!
- বিষয়গুলো গোপন রাখুন। অর্থাৎ যথাযথ কর্তৃপক্ষ ব্যতিত অন্য কারো সাথে ঘটনাটি নিয়ে আলাপ করবেন না।
- আপনি নিশ্চিত না হলেও রিপোর্ট করুন।
- অবিলম্বে রিপোর্ট করুন তবে যেন ২৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত না হয়ে যায়।

ইপসা হটলাইন
০১৮৪৭৫৩৬৬১৬

ইমেইল : complain.ypsa@gmail.com
ypsa.safeguarding@gmail.com

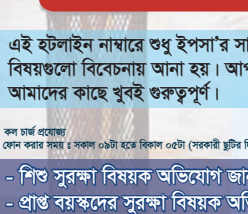

ইমেইল

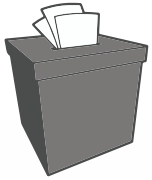

লিখিত অভিযোগ

সংস্থায় স্থাপিত অভিযোগ বক্স

রিপোর্ট করতে ব্যর্থতা সুরক্ষা নীতিমালার লঙ্ঘন

কোথায় রিপোর্ট করতে হবে

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)
স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন

YPSA (Young Power in Social Action)
An Organization for Sustainable Development

ইপসা'য় অভিযোগ বা তথ্য প্রেরণ

ইপসা হটলাইন
০১৮৪৭৫৩৬৬১৬

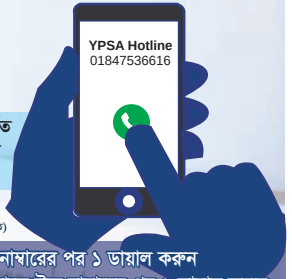

এই হটলাইন নাম্বারে শুধু ইপসা'র সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়। আপনার কলটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

* কল চার্জ প্রযোজ্য
* ফোন করার সময় ঃ সকাল ০৯টা হতে বিকাল ০৫টা (সরকারী ছুটির দিন ও শুক্রবার ব্যতীত)

- শিশু সুরক্ষা বিষয়ক অভিযোগ জানাতে উক্ত নাম্বারের পর ১ ডায়াল করুন
- প্রাপ্ত বয়স্কদের সুরক্ষা বিষয়ক অভিযোগ জানাতে উক্ত নাম্বারের পর ২ ডায়াল করুন
- প্রশাসনিক ও আর্থিক সংক্রান্ত অনিয়ম জানাতে উক্ত নাম্বারের পর ৩ ডায়াল করুন
- ইপসা সম্পর্কিত তথ্য জানতে উক্ত নাম্বারের পর ৪ ডায়াল করুন

ই-মেইলের মাধ্যমে ইপসা'য় অভিযোগ বা তথ্য প্রেরণ

- সেফগার্ডিং বিষয়ক অভিযোগ বা তথ্য প্রেরণ করতে ই-মেইল ঃ **ypsa.safeguarding@gmail.com**
- ইপসা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ বা তথ্য প্রেরণ করতে ই-মেইল ঃ **complain.ypsa@gmail.com**

* এই ই-মেইলে শুধু ইপসা'র সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়।

www.ypsa.org